সমকাল

তারিখ 25 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ঈশ্বরগঞ্জে আনন্দ স্কুলের টাকা হরিলুট

■ ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

উপজেলায় সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত আনন্দ স্কুলের সমন্বয়কারীকে জিম্মি করে প্রকল্পের টাকা প্রভাবশালী সিন্ডিকেট চক্র হরিলুট করে নিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের এ অভিযোগ করেন আনন্দ স্কুলের সমন্বয়কারী মো. শাহজাহান মিয়া।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে ২০১০ সালে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ব্রিটিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ত) প্রকল্পের আওতায় ৪২৮টি আনন্দ স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। প্রতি বছর দুই কিস্তিতে ৪২৮টি স্কুলের ১২ হাজার সুবিধাবঞ্চিত শিশুর নামে বরাদ্দকৃত টাকা এনজিও সংস্থা প্রভাবশালী নেতা ও সিন্ডিকেট চক্র হরিলুট করে নিচ্ছে। প্রথমে ওই প্রকল্পটি কয়েকটি এনজিও সংস্থার সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক শুরু করলেও ২০১২ সালে চুক্তি বাতিল করে সরকারিভাবে একজন সমন্বয়কারী নিয়োগ করা হয়। ২০১২ সালে এনজিও সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বাতিল হলেও এনজিওর সঙ্গে জড়িত স্থানীয় যুবলীগ নেতা খোকন মিয়া, রাজন মিয়া ও আজহার মিয়া সমন্বয়কারীকে জিম্মি করে প্রকল্পের টাকা হরিলুট করছেন বলে অভিযোগ করেন সমন্বয়কারী মো. শাহজাহান মিয়া। ২০১৩ সালের প্রথম কিস্তিতে (জানুয়ারি-জুন) বরাদ্দ দেওয়া হয় ৮৮ লাখ টাকা, যার সিংহভাগই লুটপাট করে নিয়ে যায় চক্রটি। এদিকে চলতি বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে গত বছরের দ্বিতীয় কিস্তির (জুলাই-ডিসেম্বর) ৫১ লাখ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ আসে। এ টাকাও লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে ওই সিন্ডিকেট চক্র।

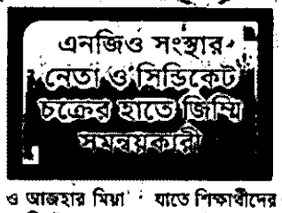

২০১০ সালে আনন্দ স্কুল চালুর সময় থেকে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। প্রতি শিক্ষক নিয়োগ দিতে নেওয়া হয় ৩ থেকে ১০ হাজার টাকা করে। স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের ১২টি এনজিও সংস্থার পরিচালনায় ৪২৮ স্কুল চালু হলেও ২০১২ সালে তা কমিয়ে ৩৫৮টিতে আনা হয়। ২০১২ সালে এনজিও সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হয়। কাটছাঁট করে এ সময় স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৩টিতে। স্কুল না থাকায় কাগজপত্রের হিসাব কষিয়ে ২০১৩ সালে শেষের দিকে চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলোই ভাতাদি ভোগ করতে পারবে নিয়ম করলে ২১৩টি স্কুলের মধ্যে ১২৩টি স্কুল পরীক্ষায় অংশ নেয়। এতে মোট এক হাজার ২০০ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। কোনো স্কুলে ১০ জনের কম শিক্ষার্থী থাকলে সে স্কুল স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হওয়ার নিয়ম থাকলেও ওই স্কুলগুলোতে ২-৫ জনের বেশি শিক্ষার্থী নেই বলে দাবি করেন শাহজাহান মিয়া। সে হিসাবে মাত্র ৫৪টি স্কুলে ১০ জন করে শিক্ষার্থী আছে বলে জানান তিনি। তারপরও ২০১৩ সালের দ্বিতীয় কিস্তিতে বরাদ্দ এসেছে ২১৩টি স্কুলের নামে।

আনন্দ স্কুলের সমন্বয়কারী শাহজাহান আরও বলেন, ২০১৩ সালের দ্বিতীয় কিস্তির বরাদ্দ আসে ৫১ লাখ ২০ হাজার টাকা। ডিসেম্বরের আগে শর্ত দেওয়া হয়, যে স্কুল পরীক্ষায় অংশ নেবে শুধু তারাই বেতন-ভাতা পাবে। যাতে শিক্ষার্থীদের ৬০০ টাকা করে উপবৃত্তি, শিক্ষকদের ১২ হাজার টাকা করে বেতন, ঘরভাড়া এক হাজার ৬০০ টাকা, উপকরণ ভাতা এক হাজার ২০০ টাকা করে বরাদ্দ আসে। তার হিসাব মতে ৫১ লাখ ২০ হাজার টাকার মধ্যে ১২৩টি স্কুলে শিক্ষকদের বেতন ১৪ লাখ ৭৬ হাজার টাকা, শিশুদের উপবৃত্তি ৭ লাখ ২০ হাজার, ১২৩টি স্কুলের ঘরভাড়া এক লাখ ৯৬ হাজার ৮০০ টাকা, যা একসঙ্গে দাঁড়ায় ২৩ লাখ ৯২ হাজার ৮০০ টাকা। এর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণের জন্য ২৫ লাখ ৩৬ হাজার ৮০০ টাকা ধরা হলেও তা দেওয়া হয়নি। সব মিলে তিনি ৫১ লাখ ২০ হাজার টাকার মধ্যে ২৫ লাখ ৩৬ হাজার ৮০০ টাকা হিসাব দিতে পারলেও বাকি ২৫ লাখ ৮৩ হাজার ২০০ টাকার কোনো হিসাব দিতে পারেননি। যার মধ্যে উপকরণ ভাতার কোনো টাকা স্কুলকে দেওয়া হয়নি।